বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

নং-বামাশিবো/প্রশা/বগুড়া-২৫৭/ ৮৫

তারিখ: ১৫ শ্রাবণ ১৪৩২
৩০ জুলাই ২০২৫

বিষয়ঃ অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলাধীন সোনাকানিয়া হিজাবুন-নূর বালিকা দাখিল মাদ্রাসার (ইআইআইএন নং-১১৯৫৩২) সুপার ও প্রস্তাবিত সভাপতির বিরুদ্ধে অনিয়মতান্ত্রিক ভাবে এডহক কমিটি গঠন করে পুনরায় অনিয়মতান্ত্রিক ও ভোটার বিহীন ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচন, সভাপতির শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট সন্দেহজনক, নিয়োগ বানিজ্য, সরকারি বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাৎ এবং ভূয়া বিল ভাউচার তৈরি ইত্যাদির অভিযোগে জনাব মো: আমিনুল ইসলাম একটি অভিযোগ দাখিল করেছেন।

এমতাবস্থায়, অভিযোগ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ নিম্ন স্বাক্ষরকারী বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

৩০.৭.২৫
প্রফেসর ছালেহ আহমাদ
রেজিস্ট্রার
ফোনঃ ৯৬১২৮৫৮
ই-মেইল: registrar@bmeb.gov.bd

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
গাবতলী, বগুড়া।

৩০/০৭/২৫

নং-বামাশিবো/প্রশা/ বগুড়া-২৫৭/ ৮৫/১

তারিখ: ১৫ শ্রাবণ ১৪৩২
৩০ জুলাই ২০২৫

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১. জেলা প্রশাসক, বগুড়া;
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, বগুড়া;
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, গাবতলী, বগুড়া;
৪. সুপার/ভারপ্রাপ্ত সুপার, সোনাকানিয়া হিজাবুন-নূর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা, গাবতলী, বগুড়া;
৫. সভাপতি, সোনাকানিয়া হিজাবুন-নূর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা, গাবতলী, বগুড়া;
৬. জনাব মো: আমিনুল ইসলাম (অভিযোগকারী), সোনাকানিয়া, পেরীহাট, গাবতলী, বগুড়া;
৭. পি ও টু চেয়ারম্যান/ পি এ টু রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৮. অফিস কপি।

৩০.০৭.২৫
মোঃ আব্দুর রশিদ
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
ফোনঃ ৯৬৭৪৮৭৪
ই-মেইল: dradmin@bmeb.gov.bd

৩০/০৭/২৫

তারিখঃ ২৭/০৪/২৫

বরাবর
রেজিষ্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।

বিষয়ঃ বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলাধীন সোনাকানিয়া হিজাবুন-নূর-বালিকা দাখিল মাদ্রাসা ইন নং ১১৯৫৩২, মাদ্রাসা কোড নং ১৩৮১১ এর সম্পূর্ণ অনিয়ম তান্ত্রিক ভাবে এডহক কমিটি গঠন করে পুনরায় অনিয়মতান্ত্রিক ও ভোটার বিহীন ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদন না দেওয়া প্রসঙ্গে।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী ১। মোঃ আমিনুল ইসলাম, পিতা মৃত সিরাজুল ইসলাম আকন্দ সাং সোনাকানিয়া পোষ্টঃ পেড়িহাট, উপজেলাঃ গাবতলী, জেলাঃ বগুড়া। সোনাকানিয়া হিজাবুন-নূর-বালিকা দাখিল মাদ্রাসার জমিদাতার নাতী এবং প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির ছেলে ও সাবেক সভাপতি। গত ইং ০৬/০১/২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড স্মারক নং ৫৭.০০.০০০০. ০৪০.৩৩.০০২.২৪-১৪ প্রজ্ঞাপন জারি হয়। উক্ত প্রজ্ঞাপনে এডহক কমিটি গঠন পূর্বক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। তদানুসারে আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র সমূহ সহ দরখাস্ত উক্ত মাদ্রাসার সুপার মোঃ আব্দুল বাছেদ বরাবর জমা দেই। কিন্তু প্রতারক, দূর্নীতিবাজ সুপার আমার জমাকৃত কাগজপত্র গোপন রাখিয়া তাহার মনোনীত পকেট কমিটির জন্য সবার অগোচরে আমার নাম না দিয়ে আপনার বরাবর এডহক কমিটি অনুমোদনের জন্য কাগজপত্র জমা দিয়ে এডহক অনুমোদন নিয়ে এসেছে। উক্ত এডহক কমিটির সভাপতি বিএ পাশের শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট সন্দেহজনক, তদন্ত করা প্রয়োজন। যাহা উক্ত মাদ্রাসার স্বার্থ এবং আইনের পরিপন্থি, সুপার অপকর্ম করার জন্য পকেট এডহক কমিটি অনুমোদন নিয়েছে। এছাড়াও আমার সহিত উক্ত মাদ্রাসা নিয়ে সুপার মোঃ আব্দুল বাছেদ এবং পূর্বের আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকারে মনোনীত সভাপতি মোঃ জাহিদুল ইসলাম স্বপন এর যোগসাজসে আমার সহিত একাধিক দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা মোকর্দ্দমা আদালতে চলমান। উক্ত মামলা নং ১২৭/২০২৪ অন্য গাবতলী সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে মামলা নং ২৭/২০২৪ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট গাবতলী মামলা নং ৪০১পি/২০২৪ বগুড়া জেলা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত এবং দূর্নীতি দমন কমিশন অফিসে দূর্নীতির অভিযোগ দেওয়া আছে। উক্ত ব্যক্তিকে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ভোটার বিহীন ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি অনুমোদন দেওয়া হলে মাদ্রাসার পরিবেশ ও ভাবমূর্তি ক্ষতি সাধিত হবে। সুপার মোঃ আব্দুল বাছেদ পূর্বে আওয়ামীলী ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে সভাপতির যোগসাজসে মাদ্রাসার স্বার্থ পরিপন্থি ভাবে মাদ্রাসা নিয়ে আমাদের সহিত মামলা মোকর্দ্দমায় জড়িত হয়েছে। বর্তমানে তাহা চলমান আছে। এখনও সে পূর্বের ন্যায় ভোটার বিহীন সবাই অগোচরে ও চুপিসারে তার মনোনীত পকেট ম্যানেজিং কমিটি গঠন করার প্রক্রিয়ায় আপনার বরাবরে যাবতীয় তথ্যাদি জমা দিয়েছে। আমরা মনে করি উক্ত তার মনোনীত ব্যক্তিকে মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি অনুমোদন দেওয়া হলে মাদ্রাসার স্বার্থ, শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ বিঘ্নিত সহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সম্ভাবনা রয়েছে। উক্ত পরিবেশ সঠিক রাখার জন্য আমাদের সহিত সমাঝোতা ও আলাপ আলোচনা ছাড়া অন্য কাউকে পুর্নাঙ্গ ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মনোনীত করে অনুমোদন দিলে মাদ্রাসার ঝামেলা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে।

অতএব বিধায় প্রার্থনা অনুগ্রহপূর্বক মাদ্রাসার পূর্ণাঙ্গ ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদন না দেয়ার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি।

নিবেদক

মোঃ আমিনুল ইসলাম

সংযুক্তঃ

১। চেয়ারম্যান বরারব আবেদনের কপি।
২। রেজিষ্ট্রার বরাবর আবেদন এর কপি।
৩। অভিযোগ সংক্রান্ত কাগজপত্রের কপি।
৪। অভিযোগকারীর জাতীয় পরিচয় পত্রের কপি।

বরাবর,

উপপরিচালক
দুর্নীতি দমন কমিশন
সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বগুড়া।

বিষয়ঃ মদ্রাসার সভাপতি ও সুপারের বিরুদ্ধে উন্নয়ন কর্মকান্ডের বরাদ্দকৃত টাকা আত্মসাৎ করণ এবং নিয়োগ বাণিজ্য বাবদ চাকুরী প্রার্থী কর্তৃক ঘুষ গ্রহণ প্রসঙ্গে।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি মোঃ আমিনুল ইসলাম, পিতা- সিরাজ উদ্দিন আকন্দ, সাং সোনাকানিয়া, পোঃ পেরীহাট, থানা- গাবতলী, জেলা বগুড়া আপনার দুর্নীতি দমন অফিসে হাজির হইয়া তফসিল ভুক্ত অপরাধ এর পক্ষে অভিযোগ হলো ১। মোঃ জাহেদুল ইসলাম (স্বপন), পিতা মৃতঃ হোসেন আলী আকন্দ, সভাপতি, সোনাকানিয়া হিজবুল নূর বালিকা দাখিল মদ্রাসা ২। মোঃ আব্দুল বাছেদ সাকিদার, পিতা মৃতঃ তফিজ উদ্দিন সাকিদার, সুপারিনটেনডেন্ট, সোনাকানিয়া হিজবুল নূর বালিকা দাখিল মদ্রাসা, উভয়ের ঠিকানাঃ সাং- সোনাকানিয়া, ডাকঘরঃ পেরীহাট, থানা- গাবতলী, জেলা বগুড়াদ্বয় সোনাকানিয়া হিজবুল নূর বালিকা দাখিল মদ্রাসার নিরাপত্তা কর্মী (পুরুষ) পদে গত ২২/০১/২০২০ তারিখে দৈনিক করতোয়া পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দরখাস্তকারী আল আমিন, পিতা মৃতঃ সিরাজ উদ্দিন আকন্দ, সাং সোনাকানিয়া, পোষ্টঃ পেরীহাট, থানা- গাবতলী, জেলা বগুড়াকে উক্ত পদে নিয়োগ দেওয়ার জন্য প্রস্তাব দেন এবং অত্র মদ্রাসার উন্নয়ন কল্পে মদ্রাসা সংলগ্ন পশ্চিম পাশের নিজ নামীয় ০৬ শতক জমি এবং উক্ত জমিতে মাটি ভরাটের খরচা বাবদ ৩,০০,০০০/- টাকার বিনিময়ে অত্র মদ্রাসার সুপার মোঃ বাসেদ এর সঙ্গে অভিযোগকারী আমিনুল ইসলামের মৌখিক আলোচনা হয় এবং অভিযুক্ত ৩। মোঃ ছালাম মন্ডল, পিতা মৃতঃ বাবুল মন্ডল, অভিভাবক সদস্য, সোনাকানিয়া হিজবুল নূর বালিকা দাখিল মদ্রাসা, সাং সোনাকানিয়া, পোষ্টঃ পেরীহাট, থানা- গাবতলী, জেলা বগুড়া ও অভিযুক্ত ৪। আব্দুল হালিম, পিতা- আঃ সামাদ, সহকারী শিক্ষক, সোনাকানিয়া হিজবুল নূর বালিকা দাখিল মদ্রাসা, সাং শেরপুর ধুনট মোড়, থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়াদ্বয় উক্তরূপ কার্যকলাপে উক্ত কাজে প্রত্যক্ষ ভাবে প্ররোচনা ও সহযোগিতা করেন। অভিযোগকারী আমিনুল ইসলাম উক্ত চাকুরী প্রার্থী আল আমিনের বড় ভাই। অতঃপর আলোচনা সাপেক্ষে ২নং অভিযুক্ত আব্দুল বাছেদকে ২ লক্ষ টাকা প্রদান করেন এবং অবশিষ্ট ১ লক্ষ টাকা ও ০৬ শতক জমি কবলা দলিল মূলে নিয়োগের পূর্ব মুহূর্তে দেওয়ার মৌখিক ভাবে আলোচনা করেন। অতঃপর নিয়োগ পরীক্ষার ঠিক পূর্ব মুহর্তে ১/২নং অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রার্থীকে বলেন উক্ত পদে নিয়োগের জন্য আরও ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা ঘুষ দাবী করেন। উক্ত প্রার্থী টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করিলে নিয়োগ প্রার্থী মোঃ আল আমিনকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণে বাধা প্রদান করেন ১/২নং অভিযুক্ত ব্যক্তি। অতঃপর আল আমিনকে চাকুরী প্রদান না করিয়া অন্য প্রার্থী জনৈক মোঃ আবুল কালাম, পিতা- জয়নাল প্রাং, সাং সোনাকানিয়া, পোষ্টঃ পেরীহাট, থানা- গাবতলী, জেলা বগুড়ার নিকট হইতে ১২,০০,০০০/- (বার লক্ষ) টাকা ঘুষ গ্রহণ করিয়া তাহাকে চাকুরীতে নিয়োগ প্রদান করেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য অভিযোগ হলো ২২ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ খ্রিঃ তারিখের ৫১.০১.০০০০.০১২.১৪.০০১.২৩.২৩ নং স্মারক পত্র অনুযায়ী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়ের অধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে নির্বাচনী এলাকা ৪২, বগুড়া-৭ এর অনুকূলে উক্ত সোনাকানিয়া হিজবুল নূর বালিকা দাখিল মদ্রাসার বরাদ্দকৃত ৬ টন গম গাবতলী উপজেলার অনুকলে বরাদ্দ করা হলে এবং উক্ত বরাদ্দকৃত গম যাহার আনুমানিক মূল্য (৬০০০×৫২)= ৩,১২,০০০/- (তিন লক্ষ বার হাজার) টাকা। উক্ত গম বিক্রয় করে ১-৪নং অভিযুক্ত ব্যক্তি.মদ্রাসার ওয়াল নির্মাণ না করিয়া ভূয়া এবং জাল বিল ভাউচার তৈরী করে উক্ত বরাদ্দকৃত টাকা সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করে। উক্ত বিষয়ে সাক্ষীগণ সম্পূর্ণ ঘটনা অবগত আছেন। উক্ত বিষয়ে সাক্ষী ঃ- ১। হাফেজ মোঃ গোলাম মোস্তফা, সহকারী শিক্ষক অত্র মদ্রাসা, পিতা মৃত গিয়াস উদ্দিন মন্ডল, সাং খোট্টাপাড়া, ডাকঃ বোহাইল, থানা- শাজাহানপুর, জেলা- বগুড়া। ২। মোঃ আল-আমিন, পিতা মৃতঃ সিরাজ উদ্দিন, সাং সোনাকানিয়া, থানা- গাবতলী, জেলা- বগুড়া। ৩। মোঃ নজরুল ইসলাম (দুখ), পিতা মোঃ আঃ ছাত্তার আকন্দ, সাং সোনাকানিয়া, ডাকঃ পেরীহাট, থানা- গাবতলী, জেলা- বগুড়া। ৪। মোঃ আরিফুল ইসলাম, পিতা মোঃ মোকাব্বর হোসেন, সাং সোনাকানিয়া, ডাকঃ পেরীহাট, থানা- গাবতলী, জেলা- বগুড়া।

বিধায় প্রার্থনা, মহোদয় উপরোক্ত বিষয় বিশেষ ভাবে বিবেচনা করতঃ সুষ্ঠ তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আপনার সদয় মর্জি হয়।

নিবেদক

মো: আমিনুল ইসলাম
২৭/৭/২৪
(মোঃ আমিনুল ইসলাম)

সংযুক্তিঃ-

১। বাংলাদেশ মদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা, প্রজ্ঞাপন, তাং ২৩/০২/২০২২ ইং
২। বাংলাদেশ মদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা, প্রজ্ঞাপন, তাং ১৪/০৩/২০২৪ ইং
৩। গণপ্রজতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়োগ বোর্ডের প্রতিনিধি মনোনয়নের চিঠি।
৪। দৈনিক করতোয়া পত্রিকায় গত ইং ২২/০১/২০২০ তারিখের প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ফটোকপি।
৫। নিয়োগ প্রার্থীর ব্যাংক ড্রাফট এর ফটোকপি।
৬। প্রার্থীর চাকুরীতে আবেদনপত্রের ফটোকপি.
৭। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের অনুদানের কপি।

পাঁচ পাঁচ
টাকা টাকা

বাংলাদেশ
কোর্ট ফি

মাননীয়

গাবতলী থানার সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, বগুড়া।

মোকদ্দমা নং ১২৭ /২০২৪ অন্য

বাদী	-বনাম-	বিবাদী
মোঃ আইনুল হক দিং		মোঃ আব্দুল বাসেদ দিং

বিষয়ঃ নথী উপস্থাপনের প্রার্থনা।

দরখাস্তকারী বাদীপক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে, উপরোক্ত নং মোকদ্দমার আগামী ইং ০৮/০৮/২০২৪ তারিখে দিন ধার্য্য আছে। দরখাস্তকারী বাদীপক্ষে দেঃ কাঃ বিঃ আইনের ১৫১ ধারার বিধানমতে একখান্য দরখাস্ত মাননীয় আদালতে দাখিল করিয়াছে। উক্ত দাখিলী দরখাস্ত শুনানী সাপেক্ষে উপরোক্ত নং মোকদ্দমার নথী উপস্থাপনের আদেশ হওয়া আবশ্যক।

বিধায় প্রার্থনা, মাননীয় আদালত দয়া প্রকাশে ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে উপরোক্ত অবস্থাদি বিশেষ ভাবে বিবেচনা করতঃ উপরোক্ত নং মোকদ্দমার নথী উপস্থাপনের যথাবিহীত আদেশ দানে সুবিচার করিতে মর্জি হয়। নিবেদন, ইতি, তাং ৩০/০৬/২০২৪ ইং

সত্যপাঠ

অত্র দরখাস্তের যাবতীয় বিবরণ সত্য জানিয়া নিজ নাম স্বাক্ষর করিলাম।

মো: আমিনুল ইসলাম

৫০ পাঁচ
টাকা টাকা

বাংলাদেশ
কোর্ট ফি

মাননীয়

গাবতলী থানার সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, বগুড়া।

মোকদ্দমা নং ৯২৭/২০২৪ অন্য

বাদী	-বনাম-	বিবাদী
মোঃ আইনুল হক দিং		মোঃ আব্দুল বাসেদ দিং

দেঃ কাঃ বিঃ আইনের ১৫১ ধারার বিধান মতে অন্ত:বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত।

দরখাস্তকারী বাদীপক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে, অত্রাদালতের এলাকাধীন জেলা- বগুড়া, থানা- গাবতলী, মৌজা- সোনাকানিয়া গ্রামমধ্যে নালিশী নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সহ সি,এস ২৬নং খতিয়ান সাবেকে কায়মুল্যা মোল্লা দিং নামে লিখা যায়। কায়মুল্লা মোল্লা ওরফে আকন্দ নালিশী দাগের সম্পত্তিতে আপোষে পৃথক ভাবে স্বত্ববান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকাকালে কায়মুল্যা অভাবে তদ্বীয় অংশে একমাত্র পুত্র ভজন আলী মোল্লা ওরফে আকন্দ ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকাকালে তাহার নামে Attested অর্থাৎ PRR ২৬নং পর্চা প্রস্তুত হইয়াছে। এম.আর.আর খতিয়ানও তাহার নামে প্রস্তুত হইয়াছে। উক্তরূপে স্বত্ববান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকাকালে ভাজন আলী আকন্দ ইং ০৪/০৪/৮৫ তারিখের সম্পাদিত ও রেজি:কৃত ৯৬৬০ নং একখন্ড দানপত্র দলিল মূলে নালিশী দাগের ১১ শতক সম্পত্তি সোনাকানিয়া মধ্যপাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা বরাবর দান করিয়া দখল ছাড়িয়া দিলে তথায় উক্ত মাদ্রাসাটি স্থাপিত হয় এবং বর্তমানে উক্ত ফোরকানিয়া মাদ্রাসা অবলুপ্ত করিয়া সোনাকানিয়া হিজবুন নূর দাখিল মাদ্রাসা হিসাবে পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। উক্ত মাদ্রাসা কার্যকরী কমিটির বিবাদীগণ বিভিন্ন পদে থাকিয়া মাদ্রাসাটি পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। উক্ত মাদ্রাসায় দান বাদ নালিশী দাগের অপরাপর সম্পত্তিতে ভাজন আলী আকন্দ স্বত্ববান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকাকালে নালিশী দাগের ২০ শতক সম্পত্তি সহ অপরাপর দাগের সামিলে ৭৭০নং তসদিককৃত এবং ডি.পি ৭৭৯ নং খতিয়ান প্রস্তুত হইয়াছে। উক্ত ভাজন আলী নালিশী

চলমান পাতা-২

দাগের উক্ত দান বাদ অবশিষ্ট সম্পত্তিতে স্বত্ববান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকাকালে ভাজন আলী আকন্দ পরলোক গমন করিলে তত্যক্ত অংশে ৩পুত্র আব্দুস ছাত্তার, আব্দুর রশিদ ও আব্দুল গফুর এবং ২ কন্যা আমেনা ও আলতাফন ওয়ারিশ নিযুক্ত হইয়া পিতা ত্যক্ত সম্পত্তিতে কতক আপোষে পৃথক ভাবে স্বত্ববান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকে। উক্ত কন্যাগণের বিবাহসাদী দিলে তাহাদের জ্ঞাতসারেই নালিশী দাগের সম্পত্তিয়াদী উক্ত ভ্রাতাগণ অর্থাৎ আব্দুস ছাত্তার দিং ৩ ভ্রাতা তাহাতে যথারীতি স্বত্ববান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকাকালে উক্ত আব্দুস ছাত্তার দিং তিন ভ্রাতার নামেও নালিশী দাগের ২০ শতক সম্পত্তি সহ অপরাপর দাগের সামিলে হাল জরিপামলে তসদিককৃত ৭৭১নং খতিয়ান প্রস্তুত হইয়াছে এবং সনসন সরকারকে খাজনাদি আদায় দিয়া দাখিলাদি প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে নির্বিঘ্নে স্বত্ববান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকে। উক্ত প্রকারে স্বত্ববান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকাকালে ভাজন আলীর কন্যা উক্ত আমেনা খাতুন মারা গেলে তাহার অংশে ৪পুত্র ১-৪নং বাদী ও ২ কন্যা ৫/৬নং বাদী ওয়ারিশ নিযুক্ত হয়। উক্তরূপে স্বত্ববান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকাকালে উক্ত আব্দুর রশিদ মারা গেলে তত্যক্ত অংশে স্ত্রী সামছুন্নাহার, ২পুত্র শহিদুল ইসলাম ও ১ কন্যা পারভিন ওয়ারিশ নিযুক্ত হইয়া তৎত্যক্ত অংশে স্বত্ববান ও দখিলকার নিযুক্ত হয়। উক্তরূপে নির্বিঘ্নে ও নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে স্বত্ববান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকাকালে উক্ত আব্দুস ছাত্তার, আব্দুল গফুর, শহিদুল ইসলাম ও সামছুন নাহার তাহাদের অংশের সম্পত্তির মধ্যে থেকে নালিশী .০৬ শতক সম্পত্তি ইং ১৮/০৫/২০২২ মোতাবেক বাংলা ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ/১৪২৯ তারিখের সম্পাদিত ও রেজিঃকৃত ৩৯৪১নং একখন্ড দানপত্র দলিল মুলে এই বাদীগণ বরাবর দান করিয়া দখল ছাড়িয়া দিলে এই বাদীগণ তাহাতে দখলপ্রাপ্ত হইয়া বাধাহীন ভাবে স্বত্ববান ও দখিলকার নিযুক্ত আছে। নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীগণের কিংবা বিবাদীগণের পরিচালিত মাদ্রাসার বিন্দুমাত্র স্বত্ব কি দখল নাই কি আইনতঃ দখল দাবীও করিতে পারে না। নালিশী সম্পত্তিতে মাটি কাটায় তথায় গর্তের সৃষ্টি হওয়ায় বাদী তাহাতে মৎসাদীর চাযাবাদে peacefully and Exclusively, openly and Seperately স্বত্ববান ও দখলভোগ করিয়া আসিতেছে। বিবাদীগণ অতিশয় দুর্দান্ত প্রকৃতির, কলহপ্রিয়া, পরের অনিষ্টকারী ও দুষ্ট

চলমান পাতা-৩

প্রকৃতির লোক বটে। বিবাদীগণ মদ্রাসার নামে মানুষ ঠকিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের অপচেষ্টায় লিপ্ত রহিয়াছে। নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীগণের কোনরূপ স্বত্ব-সংশ্রব কি দখল নাই কি কোন অজুহাতেই দখল দাবী করিতেও পারে না। তাহাদের মূল উদ্দেশ্যই হলো বিকল্প পথে অন্যায় দাবীতে চাঁদাবাজী করা। গত ইং ০৬/০৬/২০২৪ তারিখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া বিবাদীগণ একজোট হইয়া নালিশী সম্পত্তি হইতে বাদীগণকে বেদখল করিয়া জোরপূর্বক উহার দখল লইবে এবং ইং ০৯/০৬/২০২৪ তারিখে লেবার/মিস্ত্রী আনিয়া পাকা প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া লইবে মর্মে উক্ত ০৬/০৬/২০২৪ তারিখেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া নালিশী সম্পত্তি উক্ত ইং ০৬/০৬/২০২৪ তারিখেই মাপজোক করিতে থাকিলে বাদীগণ তাহা জানতে পারিয়া নালিশী সম্পত্তির উপরে গিয়া বিবাদীগণকে মাপজোকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া পড়ে এবং মাপজোকের কারণ জিজ্ঞাসা করা মাত্র ক্ষিপ্ত হইয়া মারমুখী হইয়া উঠে এবং নানাভাবে হুমকি প্রদান করিতে থাকে। বাধ্য হইয়া ইং ০৭/০৬/২০২৪ তারিখে স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার পাবতলী বরাবর আবেদন করিলে নির্বাহী অফিসার সাহেব থানা থেকে পুলিশ পাঠাইয়া দিয়া নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীগণকে সীমানা প্রাচীর নির্মাণে নিবৃত করিয়া শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বিবাদীগণকে মৌখিক ভাবে নির্দেশ প্রদান করিয়া আসে। বিবাদীগণ অতিশয় দুর্দান্ত প্রকৃতির, কলহপ্রিয়, জনবলে বলিয়ান, পরের অনিষ্টকারী এবং দুষ্ট প্রকৃতির, লাঠিয়াল শ্রেনীর লোক বটে। পক্ষান্তরে, বাদীগণ শান্তিপ্রিয় এবং নিরীহ প্রকৃতির লোক বটে। ইতিপূর্বে বিবাদীগণ নালিশী সম্পত্তিতে জোরপূর্বক অনধিকার প্রবেশ করিয়া বিবাদীগণ বাদীগণকে বেদখল করিয়া উহার দখল লইয়া তাহাতে পাকা সীমানা প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া লইবে, বাধা দিলে বাদীগন কি বাধা দানকারীদেরকেও খুন করিয়া লাশ গুম করিয়া ফেলিবে, এমতঃ হুমকি দিয়া যায়। উক্তরূপ অবস্থায় গতকল্য ইং ১১/০৬/২০২৪ তারিখে বিবাদীগণ তাহাদের ভাড়াকরা মাস্তান ও গুন্ডা শ্রেনীর লোকজন আনিয়া নালিশী সম্পত্তির উপরে আসিয়া বাদীগণকে বেদখলের চেষ্টা করে এবং ইটের পাকা সীমানা প্রাচীর নির্মাণের চেষ্টা করিলে বাদীগণের বাধার মুখে ফিরিয়া যায় এবং যাইবার কালে এইরূপে শাসাইয়া যায় যে, অচিরেই শতাধিক ভাড়াটিয়া গুন্ডা বাহিনী আনিয়া, প্রয়োজনে সকল

চলমান পাতা-৪

শিক্ষার্থীদেরকেও ব্যবহার করিয়া নালিশী সম্পত্তির দখল লইবে, তাহাতে সীমানা প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া লইয়া বাদীগণকে জোরপূর্বক বেদখল করিবে। ইহাতে বাদীগণ কি কেহ বাধা দিলে তাহাদেরকে খুন করিয়া লাশ গুম করিতেও দ্বিধা করিবে না মর্মে হুমকি দিয়া চলিয়া যায় জন্য বাদীগণ ইং ১৩/০৬/২০২৪ তারিখে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন করিলে মাননীয় আদালত শুনানী অন্তে ২১ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর আদেশ দেন। নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত বিবাদীগণ আরও ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হইয়া বাদীগণের সহ সমর্থকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ফৌজদারী মামলা করিয়া ৪নং বাদীকে পুলিশ অন্যায় ভাবে আটক করিলে এবং নালিশী সম্পত্তির উপরে ইট, রড়, সিমেন্ট, বালু, মিস্ত্রী সহ উক্ত বিবাদীগণ পুলিশী সহায়তায় গতকল্য ইং ২৯/০৬/২০২৪ তারিখে বেলা অনুমান ১১.০০ ঘটিকায় নালিশী সম্পত্তির উপরে আসিয়া বাদীদের বেদখল পূর্বক উক্ত সম্পত্তিতে পাকা প্রাচীর নির্মাণের জোর তৎপরতা চালাই। বাদীগণের বাধার মুখে চলিয়া যায় এবং অতিসত্বর নালিশী সম্পত্তি দখল লইয়া তাহাতে সীমানা প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া লইবে বাধা দিলে, আরও ফৌজদারী মিথ্যা মামলা সহ নানাভাবে বাদীগণকে হয়রানী ও জেরবার করিবে। এমতাবস্থায়, অত্র মামলায় অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত শুনানী না হওয়াতক, ১-৫নং বিবাদীগণকে অন্তবর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আদেশ দ্বারা Restrain করা আবশ্যক। অন্যথায়, বাদীগণের মামলাটিও Frustrated হইবে এবং বাদীগণের অপূরনীয় ক্ষতির কারণ হইবে।

মতে প্রার্থনা, মানীয় আদালত দয়া করিয়া ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে উপরোক্ত অবস্থাদি বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া বাদীগণের স্বত্বদখলীয় নিম্ন তপশীল সম্পত্তি মায় নিম্ন হাতনক্সায় লাল চিহ্নিত অংশের সম্পত্তিতে ১-৫নং বিবাদীগণ যাহাতে অনুপ্রবেশ করিতে না পারে, উক্ত সম্পত্তি থেকে বাদীগণকে বেদখল করিতে না পারে, জোরপূর্বক উহার দখল লইতে না পারে, কিংবা কোনরূপ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করিতে না পারে, উহার Nature and Existing Character Change করিতে না পারে, তন্মর্মে ১-৫নং বিবাদীগণ বিরুদ্ধে মূল অস্থায়ী/অন্তবর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত শুনানী না হওয়াতক ১-৫নং বিবাদীগণ বিরুদ্ধে অন্তবর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আদেশ দ্বারা উক্ত ১-৫নং বিবাদীগণকে বিরত (Restrain) করিতে মর্জি হয়। নিবেদন, ইতি, তাং ৩০/০৬/২০২৪ ইং

চলমান পাতা-৫

পাতা নং- ৫

তপশীল সম্পত্তির বর্ণনা ঃ-

জেলা- বগুড়া, থানা- গাবতলী, মৌজা- সোনাকানিয়া, জে.এল.নং সাবেক ১০১ হালে ১০২, সি,এস খতিয়ান নং ২৬, এম.আর.আর ৩২, তসদিককৃত পর্চা নং ৭৭০, ৭৭১, আর.এস খং নং ২১৪।

সাবেক দাগ	হাল দাগ	পরিমাণ
৯৪৮	১৭৭৯	২০ শতকের কাত .০৬ (ছয়) শতক মধ্যবর্তি স্থান। যাহা নিম্ন হাতনক্সায় লাল চিহ্ন দ্বারা প্রদর্শিত হইল।

চৌহদ্দি ঃ-

১। উত্তরে- গাবতলী বাগবাড়ী পাকা রাস্তা।

২। দক্ষিণে- খোরশেদ শাহ্।

৩। পূর্বে- সোনাকানিয়া হিজাবুন নুর দাখিল মদ্রাসা।

৪। পশ্চিমে- আঃ ছাত্তার দিং।

হাতনকশা ঃ-

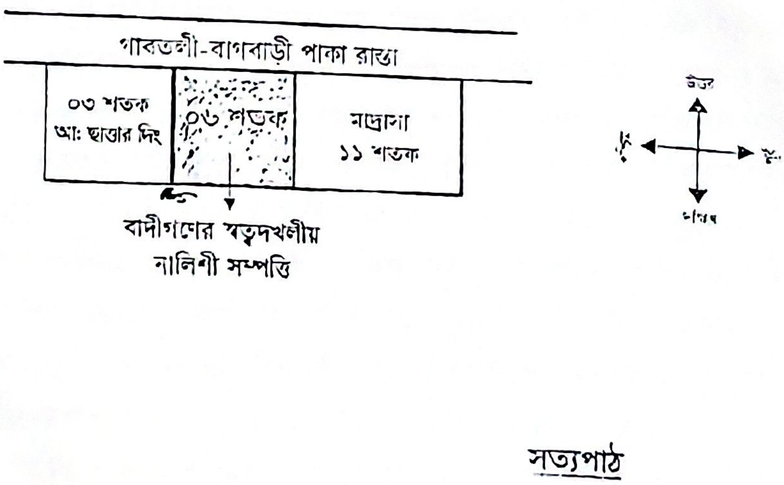

সত্যপাঠ

অত্র অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার যাবতীয় বিবরণ সত্য জানিয়া নিজ নাম স্বাক্ষর করিলাম।

মোঃ আমিনুল ইসলাম

পাচ পাচ
টাকা টাকা

বাংলাদেশ
কোর্ট ফি

মাননীয়

গাবতলী থানার সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, বগুড়া।

মোকদ্দমা নং ৯২৭ /২০২৪ অন্য

বাদী -বনাম- বিবাদী

মোঃ আইনুল হক দিং মোঃ আব্দুল বাসেদ দিং

এফিডেভিট

আমি মোঃ আমিনুল ইসলাম, পিতা মৃত: সিরাজ উদ্দিন আহম্মেদ, সাং সোনাকানিয়া, পোঃ পেরীহাট, থানা- গাবতলী, জেলা- বগুড়া, জাতীয়তা- বাংলাদেশী, ধর্ম- ইসলাম, পেশা- চাকুরী, বয়স-৪৬, জাতীয় পরিচয়পত্র নং ৭৭৫ ৯৮১ ৮২৮৪।

ধর্মত: প্রতিজ্ঞা পূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, অত্রাদালতের এলাকাধীন জেলা- বগুড়া, থানা- গাবতলী, মৌজা- সোনাকানিয়া গ্রামমধ্যে নালিশী নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সহ সি,এস ২৬নং খতিয়ান সাবেকে কায়মুল্যা মোল্লা দিং নামে লিখা যায়। কায়মুল্লা মোল্লা ওরফে আকন্দ নালিশী দাগের সম্পত্তিতে আপোষে পৃথক ভাবে স্বত্ববান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকাকালে কায়মুল্যা অভাবে তদীয় অংশে একমাত্র পুত্র ভজন আলী মোল্লা ওরফে আকন্দ ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকাকালে তাহার নামে Attested অর্থাৎ PRR ২৬নং পর্চা প্রস্তুত হইয়াছে। এম.আর.আর খতিয়ানও তাহার নামে প্রস্তুত হইয়াছে। উক্তরূপে স্বত্ববান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকাকালে ভাজন আলী আকন্দ ইং ০৪/০৪/৮৫ তারিখের সম্পাদিত ও রেজিঃকৃত ৯৬৬০ নং একখন্ড দানপত্র দলিল মূলে নালিশী দাগের ১১ শতক সম্পত্তি সোনাকানিয়া মধ্যপাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা বরাবর দান করিয়া দখল ছাড়িয়া দিলে তথায় উক্ত মাদ্রাসাটি স্থাপিত হয় এবং বর্তমানে উক্ত ফোরকানিয়া মাদ্রাসা অবলুপ্ত করিয়া সোনাকানিয়া হিজবুন নূর দাখিল মাদ্রাসা হিসাবে পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। উক্ত মাদ্রাসা কার্যকরী কমিটির বিবাদীগণ বিভিন্ন পদে থাকিয়া মাদ্রাসাটি পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। উক্ত মাদ্রাসায় দান বাদ নালিশী দাগের অপরাপর সম্পত্তিতে ভাজন আলী আকন্দ স্বত্ববান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকাকালে নালিশী দাগের ২০ শতক সম্পত্তি সহ অপরাপর দাগের সামিলে ৭৭০নং তসদিককৃত এবং ডি.পি ৭৭৯ নং খতিয়ান প্রস্তুত হইয়াছে। উক্ত ভাজন আলী নালিশী দাগের উক্ত দান বাদ অবশিষ্ট সম্পত্তিতে স্বত্ববান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকাকালে ভাজন আলী আকন্দ পরলোক গমন করিলে তত্যাক্ত অংশে ৩পুত্র আব্দুস ছাত্তার, আব্দুর রশিদ ও আব্দুল গফুর এবং ২ কন্যা আকেনা ও আলতাফন ওয়ারিশ নিযুক্ত হইয়া পিতা ত্যাক্ত সম্পত্তিতে কতক আপোষে পৃথক ভাবে

চলমান পাতা-২

স্বত্ববান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকে। উক্ত কন্যাগণের বিবাহসাদী দিলে তাহাদের জ্ঞাতসারেই নালিশী দাগের সম্পত্তিয়াদী উক্ত ভ্রাতাগণ অর্থাৎ আব্দুস ছাত্তার দিং ৩ ভ্রাতা তাহাতে যথারীতি স্বত্ববান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকাকালে উক্ত আব্দুস ছাত্তার দিং তিন ভ্রাতার নামেও নালিশী দাগের ২০ শতক সম্পত্তি সহ অপরাপর দাগের সামিলে হাল জরিপামলে তসদিককৃত ৭৭১নং খতিয়ান প্রস্তুত হইয়াছে এবং সনসন সরকারকে খাজনাদি আদায় দিয়া দাখিলাদি প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে নির্বিঘ্নে স্বত্ববান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকে। উক্ত প্রকারে স্বত্ববান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকাকালে ভাজন আলীর কন্যা উক্ত আমেনা খাতুন মারা গেলে তাহার অংশে ৪পুত্র ১-৪নং বাদী ও ২ কন্যা ৫/৬নং বাদী ওয়ারিশ নিযুক্ত হয়। উক্তরূপে স্বত্ববান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকাকালে উক্ত আব্দুর রশিদ মারা গেলে তত্যক্ত অংশে স্ত্রী সামছুন্নাহার, ২পুত্র শহিদুল ইসলাম ও ১ কন্যা পারভিন ওয়ারিশ নিযুক্ত হইয়া তৎত্যক্ত অংশে স্বত্ববান ও দখিলকার নিযুক্ত হয়। উক্তরূপে নির্বিঘ্নে ও নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে স্বত্ববান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকাকালে উক্ত আব্দুস ছাত্তার, আব্দুল গফুর, শহিদুল ইসলাম ও সামছুন নাহার তাহাদের অংশের সম্পত্তির মধ্যে থেকে নালিশী .০৬ শতক সম্পত্তি ইং ১৮/০৫/২০২২ মোতাবেক বাংলা ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ/১৪২৯ তারিখের সম্পাদিত ও রেজিঃকৃত ৩৯৪১নং একখন্ড দানপত্র দলিল মূলে এই বাদীগণ বরাবর দান করিয়া দখল ছাড়িয়া দিলে এই বাদীগণ তাহাতে দখলপ্রাপ্ত হইয়া বাধাহীন ভাবে স্বত্ববান ও দখিলকার নিযুক্ত আছে। নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীগণের কিংবা বিবাদীগণের পরিচালিত মাদ্রাসার বিন্দুমাত্র স্বত্ব কি দখল নাই কি আইনতঃ দখল দাবীও করিতে পারে না। নালিশী সম্পত্তিতে মাটি কাটায় তথায় গর্তের সৃষ্টি হওয়ায় বাদী তাহাতে মৎসাদীর চাষাবাদে peacefully and Exclusively, openly and Seperately স্বত্ববান ও দখলভোগ করিয়া আসিতেছে। বিবাদীগণ অতিশয় দুর্দান্ত প্রকৃতির, কলহপ্রিয়, পরের অনিষ্টকারী ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক বটে। বিবাদীগণ মাদ্রাসার নামে মানুষ ঠকিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের অপচেষ্টায় লিপ্ত রহিয়াছে। নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীগণের কোনরূপ স্বত্ব-সংশ্রব কি দখল নাই কি কোন অজুহাতেই দখল দাবী করিতেও পারে না। তাহাদের মূল উদ্দেশ্যই হলো বিকল্প পথে অন্যায় দাবীতে চাঁদাবাজী করা। গত ইং ০৬/০৬/২০২৪ তারিখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া বিবাদীগণ একজোট হইয়া নালিশী সম্পত্তি হইতে বাদীগণকে বেদখল করিয়া জোরপূর্বক উহার দখল লইবে এবং ইং ০৯/০৬/২০২৪ তারিখে লেবার/মিস্ত্রী আনিয়া পাকা প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া লইবে মর্মে উক্ত ০৬/০৬/২০২৪ তারিখেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া নালিশী সম্পত্তি উক্ত ইং ০৬/০৬/২০২৪ তারিখেই মাপজোক করিতে থাকিলে বাদীগণ তাহা জানতে পারিয়া নালিশী সম্পত্তির উপরে গিয়া বিবাদীগণকে মাপজোকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া পড়ে এবং মাপজোকের কারণ জিজ্ঞাসা করা মাত্র ক্ষিপ্ত হইয়া মারমুখী হইয়া উঠে এবং নানাভাবে হুমকি প্রদান

চলমান পাতা-৩

করিতে থাকে। বাধ্য হইয়া ইং ০৭/০৬/২০২৪ তারিখে স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার গাবতলী বরাবর আবেদন করিলে নির্বাহী অফিসার সাহেব থানা থেকে পুলিশ পাঠাইয়া দিয়া নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীগণকে সীমানা প্রাচীর নির্মাণে নিবৃত করিয়া শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বিবাদীগণকে মৌখিক ভাবে নির্দেশ প্রদান করিয়া আসে। বিবাদীগণ অতিশয় দুর্দান্ত প্রকৃতির, কলহপ্রিয়, জনবলে বলিয়ান, পরের অনিষ্টকারী এবং দুষ্ট প্রকৃতির, লাঠিয়াল শ্রেনীর লোক বটে। পক্ষান্তরে, বাদীগণ শান্তিপ্রিয় এবং নিরীহ প্রকৃতির লোক বটে। ইতিপূর্বে বিবাদীগণ নালিশী সম্পত্তিতে জোরপূর্বক অনধিকার প্রবেশ করিয়া বিবাদীগণ বাদীগণকে বেদখল করিয়া উহার দখল লইয়া তাহাতে পাকা সীমানা প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া লইবে, বাধা দিলে বাদীগন কি বাধা দানকারীদেরকেও খুন করিয়া লাশ গুম করিয়া ফেলিবে, এমতঃ হুমকি দিয়া যায়। উক্তরূপ অবস্থায় গতকল্য ইং ১১/০৬/২০২৪ তারিখে বিবাদীগণ তাহাদের ভাড়াকরা মাস্তান ও গুন্ডা শ্রেনীর লোকজন আনিয়া নালিশী সম্পত্তির উপরে আসিয়া বাদীগণকে বেদখলের চেষ্টা করে এবং ইটের পাকা সীমানা প্রাচীর নির্মাণের চেষ্টা করিলে বাদীগণের বাধার মুখে ফিরিয়া যায় এবং যাইবার কালে এইরূপে শাসাইয়া যায় যে, অচিরেই শতাধিক ভাড়াটিয়া গুন্ডা বাহিনী আনিয়া, প্রয়োজনে সকল শিক্ষার্থীদেরকেও ব্যবহার করিয়া নালিশী সম্পত্তির দখল লইবে, তাহাতে সীমানা প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া লইয়া বাদীগণকে জোরপূর্বক বেদখল করিবে। ইহাতে বাদীগণ কি কেহ বাধা দিলে তাহাদেরকে খুন করিয়া লাশ গুম করিতেও দ্বিধা করিবে না মর্মে হুমকি দিয়া চলিয়া যায় জন্য বাদীগণ ইং ১৩/০৬/২০২৪ তারিখে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন করিলে মাননীয় আদালত শুনানী অন্তে ২১ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর আদেশ দেন। নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত বিবাদীগণ আরও ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হইয়া বাদীগণের সহ সমর্থকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ফৌজদারী মামলা করিয়া ৪নং বাদীকে পুলিশ অন্যায় ভাবে আটক করিলে এবং নালিশী সম্পত্তির উপরে ইট, রড়, সিমেন্ট, বালু, মিস্ত্রী সহ উক্ত বিবাদীগণ পুলিশী সহায়তায় গতকল্য ইং ২৯/০৬/২০২৪ তারিখে বেলা অনুমান ১১.০০ ঘটিকায় নালিশী সম্পত্তির উপরে আসিয়া বাদীদের বেদখল পূর্বক উক্ত সম্পত্তিতে পাকা প্রাচীর নির্মাণের জোর তৎপরতা চালাই। বাদীগণের বাধার মুখে চলিয়া যায় এবং অতিসত্বর নালিশী সম্পত্তি দখল লইয়া তাহাতে সীমানা প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া লইবে বাধা দিলে, আরও ফৌজদারী মিথ্যা মামলা সহ নানাভাবে বাদীগণকে হয়রানী ও জেরবার করিবে। এমতাবস্থায়, অত্র মামলায় অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত শুনানী না হওয়াতক, ১-৫নং বিবাদীগণকে অন্তবর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আদেশ দ্বারা Restrain করা আবশ্যক।

<u>সত্যপাঠ</u>

অত্র এফিডেভিটের যাবতীয় বিবরণ সত্য জানিয়া নিজ নাম স্বাক্ষর করিলাম।

মোঃ আমিনুল ইসলাম

ঘোষণাকারীকে আমি চিনি। তিনি আমার সম্মুখে নিজ নাম স্বাক্ষর করিলে আমি তাহাকে সনাক্ত করিলাম।

এ্যাডভোকেট
জজকোর্ট, বগুড়া।

দুই টাকা

বাংলাদেশ কোর্ট ফি

বাংলাদেশ কোর্ট ফি

দুই টাকা

[illegible]	এস্টিমেট এর তারিখ	কোর্টফি, ফলিও জমার তারিখ	নকল স্বাক্ষর এর তারিখ	নকল [illegible] তারিখ
[illegible]৭/২৪	০৪/৭/২৪	০৪/৭/২৪	০৪/৭/২৪	০৭/৭/২৪

বাংলাদেশ ফরম নং ৩৭০৬

হাইকোর্ট বিভাগ ফরম নং (জে) ১৩

ফরম অব অর্ডার সিট

জেলা : বগুড়া।

মোকাম : সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, গাবতলী, বগুড়া।

উপস্থিত : মোঃ [illegible] বারী, সিনিয়র সহকারী জজ, সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, গাবতলী, বগুড়া।

[illegible] মোকদ্দমা নম্বর : ১২৭/২০২৪ অন্য

বাদী : মোঃ আমিনুল ইসলাম গং বনাম বিবাদী : মোঃ [illegible] গং

ক্রমিক নং/ তারিখ	আদেশ	স্বাক্ষর
০৫ ০৩/৬/২৪	[illegible] Nature and existing character change [illegible]	

[illegible]

প্রধান তুলনা সহকারী
নকল শাখা
জজ কোর্ট, বগুড়া।

[illegible] ০৭/৭/২৪

সময় - বিকাল - ০৬.০০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Government of the People's Republic of Bangladesh

জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card

নাম

মোঃ আমিনুল ইসলাম

Name

MD. AMINUL ISLAM

পিতা

মোঃ সিরাজুল ইসলাম আকন্দ

মাতা

মোছাঃ আমেনা বেগম

Date of Birth 01 Mar 1978

NID No. 775 981 8284

ঠিকানা: গ্রাম/রাস্তা: সোনাকানিয়া, ডাকঘর: পেরীহাট - ৫৮০০, গাবতলী, বগুড়া

Blood Group A+ Place of Birth BOGRA Issue Date 08 Aug 2018

```
I<BGD775981828<41<<<<<<<<<<<<<<
7803015M3308073BGD<<<<<<<<<<<2
ISLAM<<MD<AMINUL<<<<<<<<<<<<<<
```